রঘুনাথগঞ্জ শাখায়

মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও

বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়

ইলেকট্রনিকের সকল রকম

ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের

বিশেষ কনশেসন

ধনরাজ পিপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৩ ইং 2nd Nov 1966 { ২৪শ সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. S...

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের

মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৩ সাল।

এরই নাম কি দেশ ও দশের সেবা

—•—

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর আঠারোটা বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, অথচ দেশের মধ্যে এখনো সাধারণভাবে এতটুকু শান্তি বা আনন্দের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের জল্পনা কল্পনা ও সুখস্বপ্ন অতীতেই বিলীন হয়ে গেছে।

দেশ ও দশের পক্ষে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে? বহু লোকের অভিমত শোনা যায়, এর চেয়ে বিদেশী আমলও ঢের ভাল ছিল। এসব অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভের কথা এতে সন্দেহ নেই। বরং আশা নিরাশার মাঝখানে প্রথম স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে আট দশ বছর তবু কিছুটা ভাল মন্দর মেলামেশায় একটু ভাল ছিল, কিন্তু তারপর থেকে যে দুঃখ দুর্ভোগ আরম্ভ হয়েছে এর শেষ হওয়া তো দূরের কথা দিনে দিনে নানা দিক দিয়ে তা যেন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কে জানে এর শেষ কোথায়?

আমাদের আর ভাল কিছু হবে কিনা বা হলেও সে কতদিনে কিভাবে হবে? এই প্রশ্নই এখন হতাশাক্ষুব্ধ জনসাধারণের দিনের উৎসাহ আর রাতের ঘুম হরণ করে নিচ্ছে।

কে জানে, ভবিষ্যৎ কি দেখাবে "আশার আলো" না "নিরাশার অন্ধকার"? আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থার মধ্যে বাস করছি, বহুদিক থেকে দেখলে এবং বিচার করলে, মনে করা ভুল হবে না যে, এরকম বিপর্য্যয়ের অবস্থা কিছুতেই বেশীদিন চলতে পারে না বা চলা উচিতও না। পরিবর্ত্তন আসবেই, তা সে আরো ভালই হক বা মন্দই হক। শান্তিপ্রিয় জনগণের পক্ষ থেকে মাত্র কয়েকটা কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে, সকলেই বেশ ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে টেনে না নিয়ে গিয়ে উন্নতির জন্য কে কতটুকু কি করতে পারেন?

জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে তারা বেশী হোক বা কম হোক নানা প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করে, স্বাধীনতা লাভের পরের যে সুখস্বপ্ন দেখেছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় লোক উপভোগ করছে স্বাধীনতার আনন্দ। সাধারণ লোকেরা ভালভাবে খেতে এবং পরতে পাচ্ছে না। যোগ্য ব্যক্তিদের বহু স্থলেই উপযুক্ত কাজ পাবার সুবিধা নেই, সৎ-লোকের সম্মানও নেই অনেক জায়গায়।

অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে হয়রাণীর এক শেষ। তাও বা কখনো বহু দামে মিলবে কখনো বা মিলবেই না।

রোগীদের প্রয়োজন মত ঔষধপথ্য মেলা কঠিন, যদি মেলে এবং যদি কেনবার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেটা পরম সৌভাগ্যের কথা। ছেলেমেয়েদের সৎশিক্ষার একান্ত অভাব, কি ঘরে কি বাইরে। সকলেই যদি নিজের ধান্দায় ঘোরে, আর অর্থচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে, (যা বহুর অবস্থা) তা হ'লে ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পাবে কার কাছে?

যারা কিছুটা শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা পায়, তারাও স্কুল কলেজের খরচা সামলাতে অস্থির হয়ে পড়ে, বইপত্রাদির অসম্ভব খরচ। তাও যদি বা হ'ল, কিন্তু সৎশিক্ষার সে অনুপ্রেরণা লাভের সুযোগ কই? যে সুনীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠে চরিত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সেই নীতি শিক্ষার সুযোগ কি আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আছে?

যদি থাকে তা হ'লে শিক্ষিত লোকেরা এত দুর্নীতিপরায়ণ হয় কেমন করে, যেমন দেখা যাচ্ছে আজকাল বহু উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে? আর যদি শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা, গভীরভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের স্থান না থাকে তা হ'লে সে শিক্ষার সার্থকতাই বা কোথায়?

আমরা মানুষ, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমরা কখনই দুষ্ট বা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারি না, তা যদি হই তা হ'লে পতিত হব এবং মানুষের সমাজে অত্যন্ত হেয় হয়ে যাব, সুতরাং শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার পর আমাদের ভাল হতেই হবে—হতে হবে সৎ লোক। বাল্যকাল থেকে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মনের মধ্যে যে শিক্ষা এমনি বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে পারবে সেই শিক্ষাই কি যথার্থ শিক্ষা নয়? ত্যাগ, সংযম শিক্ষা, ন্যায়নীতির প্রতি আস্থা সত্যনিষ্ঠা এবং লঘু গুরু মেনে চলার আবশ্যকতা, সহিষ্ণুতা, এ সবই অবশ্য সৎশিক্ষার অঙ্গ, এগুলিকে বাদ দিয়ে কোন লোকই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে সমর্থ হয় না!

ধর্মভয়হীন, পাপপুণ্যে বিশ্বাসহীন, মহাজন এবং গুরুজনগণের আদেশ উপদেশ অগ্রাহ্যকারী মানুষেরা ত্যাগ সংযমে অক্ষম স্বার্থসর্বস্ব মানুষেরা কখনো উন্নত হ'তে বা শান্তিলাভ করতে পারে না, অনেক সময় ঐ রকম লোকেরা বিকৃত মনোবৃত্তি নিয়ে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে অশান্ত মনের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়ায়, এরাই হয় নানাদিক দিয়ে সমাজ সংস্কারের ধ্বংসোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ লোক।

অচিরে মানুষের সমাজজীবনকে পবিত্রভাবে ভাবিত করে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, নির্ভয়ে সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে আসতে হবে। একদিকে জাতীয় সরকারের সমস্ত উচ্চপদাধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দকে এবং অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ শান্তি ও কল্যাণকামী জননায়কদের সকলকেই নতুন প্রেরণা নিয়ে নতুন উদ্যমে কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ করতে হবে। যা হয়ে গেছে তা চাপা দিতে হবে, সে ভাব বর্জন করাই হবে বর্তমানে অবশ্য কর্ত্তব্য। তা ছাড়া মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

যেভাবে দেশ ও সমাজ সংস্কারের ঘটনাপ্রবাহ চলেছে, এভাবে আর অল্প কিছুদিনও চলতে থাকলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার।

একদিকে সরকারী ও পুলিশী যথেচ্ছাচারিতা ও অপরদিকে বিরোধী দলনেতাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জনগণের সুখ সুবিধার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতাপূর্ণ কার্য্যকলাপ; আজকের গণ-জীবনকে দুর্বিষহ যাতনায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে। দেখে শুনে স্বতঃই মনে হয়—

এরই নাম কি দেশ ও দশের সেবা?

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা—১৯৬৬

আগামী ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৬ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নমুদ্রিত সময়ে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

তারিখ	সকাল ১০-৩০ মিঃ হ'তে বেলা ১টা	বৈকাল ২টা হ'তে ৩-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত
২২শে নভেম্বর (মঙ্গলবার)	মাতৃভাষা	ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান
২৩শে নভেম্বর (বুধবার)	গণিত	ইতিহাস
২৪শে নভেম্বর (বৃহস্পতিবার)	সকাল ১০-৩০ মিঃ হ'তে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ইংরাজী	

গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' উপরোক্ত সংবাদটী প্রকাশ করা হইয়াছিল। জনসাধারণের, অভিভাবকগণের ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের অবগতির জন্য উহা পুনরায় মুদ্রিত করা হইল।

রঘুনাথগঞ্জ সরাইখানা

লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর মহারাজা রাও স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর রঘুনাথগঞ্জ শহরের ভদ্রপল্লীতে বিদেশাগত হিন্দু ও মুসলমান অতিথিগণের থাকিবার জন্য পৃথক পৃথক দালান ঘর, রান্নাঘর ও পায়খানা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জলের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া ঘাট বাঁধাইয়া দেন। বর্ত্তমানে সংস্কার ও তদারক অভাবে মুসলমানদের দালানে বটপাকুড় ও নিমগাছ জন্মাইয়াছে—অচিরে এদিকে দৃষ্টিপাত না করিলে দালানের ছাদ ও প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িবে। এ বিষয়ে আমরা সরাই কর্ত্তৃপক্ষ ও জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিনা আলোতে সাইকেল চালনা

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ শহরে রাত্রিকালে বিনা আলোতে সাইকেল-চালনা রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে আমরা মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চুরির শাস্তি

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কল্লে চুরি শাস্তি তারি
আখেরেতে পেতেই হয়—
তোমার চুরির শাস্তি কিগো
বলবে আমায় দয়াময়!

তুমি অতি প্রসিদ্ধ চোর
বিশ্বে তব জোড়া নাই—
তোমার চুরির কথা কহি
ভক্ত কাঁদে সর্ব্বদাই।

ননীচুরি, মুক্তাচুরি—
বসনচুরির বাহাদুরী
বৃষভানু রাজদুলালীর
কল্লে সবই চুরি তায়—
তস্করের শিরোমণি
নাইক তোমার জুড়ি হায়!

নবীন মেঘের নীলবরণ
কল্লে আপন অঙ্গে হরণ
পদাশ্রিতের হৃদয় হরণ
করছ তুমি লীলাময়।

ব্রজের হরি প্রসিদ্ধ চোর
আখ্যাটী ত মিথ্যা নয়!
শাস্তি তারি প্রতিক্ষণেই
নিচ্ছ তুমি অমায়ায়—
ভক্ত হৃদি অন্ধকারায়—
রইলে চির-বদ্ধ হায়!

ঘরদোর সাজাতে টবের গাছ

জার্মান উদ্যান সমিতির খবরে প্রকাশ যে ঘরদোর সাজাতে জার্মানরা টবের গাছ বেশী পছন্দ করে। প্রত্যেক জার্মান পরিবারে গড়ে এক ডজনের বেশী টবের গাছ আছে। পশ্চিম জার্মানী অবশ্য এখানে ডেনমার্কের কাছে হেরে গেছে কারণ ডেনিশ পরিবারের প্রত্যেক বাড়ীতেই টবের গাছের সংখ্যা পনের এবং এটাই এখন বিশ্বের রেকর্ড।

শিক্ষায় সাফল্য

বেলড়িয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীজগদিন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী 'নর্থ বেঙ্গল ইউনিভারসিটি' হইতে ১৯৬৫ সালে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে অন্যান্য বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করায় অতিরিক্ত একটি পদক পাইয়াছেন।

মহিলা 'এম-কম'

জঙ্গিপুরের এ্যাডভোকেট শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা কুমারী ইলা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-কম সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়া এই বৎসর বিহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-কম (হাই সেকেণ্ড ক্লাস) পাইয়াছে।

গণেশ বাবুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শীলা গোস্বামী বি-এ সঙ্গীতে লক্ষ্ণৌ হইতে "সঙ্গীত বিশারদ" উপাধি পাইয়াছেন।

খেয়া ঘাটে অঘটন

গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাটের উজানে কয়েকজন লোক তরাপার হইতেছিল। ইজারদারের লোকেরা তাদের ভীষণভাবে মারধর করিয়াছে—একজনের আঘাত সাংঘাতিক হওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া একজন মাঝিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চুরি

বিগত ১৯শে অক্টোবর রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর পল্লীতে জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের 'ডিসিপ্লিন' শিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসায় চুরি হইয়াছে। চোরে তাঁহার স্ত্রীর সমস্ত সোনার গহনা ও টাকাকড়ি চুরি করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি. কে, সেনের

আমলা কেশ

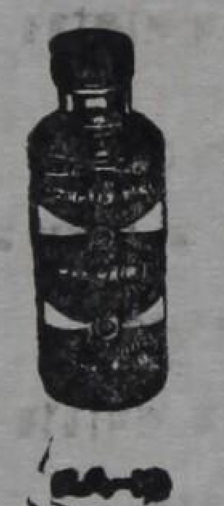

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)